তারিখ 17 APR 2017
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

সংবাদ

কওমি মাদ্রাসা শিক্ষার স্বীকৃতি

শিক্ষা ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা

রাকিব উদ্দিন

কওমি মাদ্রাসার ওপর সরকারের ন্যূনতম নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা, এ সম্পর্কে যথাযথ তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ না করে এবং কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা পদ্ধতির ন্যূনতম সংস্কার না করেই কওমি মাদ্রাসা শিক্ষাকে স্বীকৃতি দেয়ায় পুরো শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈরাজ্য ও ধর্মীয় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির আশঙ্কা করা হচ্ছে। কওমি মাদ্রাসায় কারা পড়ে, কারা পড়ায়, দেশে কতটি মাদ্রাসা রয়েছে, কতজন শিক্ষক-শিক্ষার্থী আছে, এসব মাদ্রাসার অর্থায়নের উৎস, কারিকুলাম-বিশেষ করে কী পড়ানো হচ্ছে সে সম্পর্কে কোন তথ্য নেই সরকারের কাছে। 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' উপেক্ষা করে 'রাজনৈতিক বিবেচনায়' কওমি মাদ্রাসার দাওরা-ই হাদিসকে সাধারণ শিক্ষার মাস্টার্স সনদের সমমানের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

মৌলবাদ তৈরির প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি দেয়া হলো

গত বৃহস্পতিবার রাত ৯টার পর দাওরা-ই হাদিসকে সাধারণ শিক্ষার মাস্টার্স সনদের সমমানের স্বীকৃতি দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা জানান, সাধারণত অফিস চলাকালীন সময়েই সব প্রজ্ঞাপন জারি করার নিয়ম রয়েছে। কিন্তু ওইদিন এটি করা হয় রাতে।

শিক্ষাবিদরা বলেছেন, কওমি মাদ্রাসা সনদের স্বীকৃতি নিয়ে নানা জটিলতা সৃষ্টি হবে। বিপথগামী ছেলেরা সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরির সুযোগ পাবে। না পড়ে সনদ পাওয়ার সুযোগে অনেকেই কওমি মাদ্রাসার মতো অন্ধকার শিক্ষা বেছে নেবে। এসব জটিলতা থেকে মুক্ত হতে সরকারকে আরও অনেক সমস্যায় পড়তে হবে। ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হবে। এজন্য কোনোভাবেই কওমি মাদ্রাসার স্বীকৃতি সমর্থনযোগ্য নয়।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে শিক্ষাবিদ ও ইতিহাসবিদ অধ্যাপক ড. মুনতাসীর মামুন সংবাদকে বলেন, 'আসলে দেশে কোন শিক্ষা ব্যবস্থাই নেই। এখানে নানা রকম মিশেল রয়েছে। যখন যে সরকার ক্ষমতায় আসে তারা শিক্ষাকে সেভাবে ব্যবহার করে। বর্তমান সরকারও তাই করছে।'

তিনি আরও বলেন, 'সরকার কওমি মাদ্রাসার দাবি যেভাবে পূরণ করতে চলেছে, তার ফল শুভ হবে না। পাঠ্যক্রম সাম্প্রদায়িকীকরণ ও এই স্বীকৃতি হবে দেশের জন্য চরম অন্তর্ঘাতমূলক। সরকারের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণহীন একটি শিক্ষাকে যদি মাস্টার্সের মর্যাদা দেয়া হয় তবে দেশের হাজার হাজার প্রতিষ্ঠান বা কেউ একইভাবে স্বীকৃতির দাবি করলে সরকার দিতে বাধ্য, না হয় তারা বৈষম্যের কথা তুলতেই পারেন।'

এ বিষয়ে ইসলামী ফ্রন্টের সমন্বয়কারী অ্যাডভোকেট মাওলানা আবদুল মতিন সংবাদকে বলেন, 'আসলে দেশে জঙ্গিবাদী শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েম করার লক্ষ্যেই পরিকল্পিতভাবে ইসলামী শিক্ষাকে বিভক্ত করা হচ্ছে। এতে দেশে ধর্মীয় দাঙ্গা সৃষ্টি হতে পারে। কারণ একদিকে সরকার আলিয়া মাদ্রাসা নিয়ন্ত্রণ করবে, আরেকদিকে নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই কওমি মাদ্রাসার সনদ দেয়া হবে-এই নৈরাজ্য চলতে পারে না। এটি হলে দেশ আফগানিস্তানে পরিণত হবে।'

দেশে সাধারণ শিক্ষার দায়িত্বে রয়েছে শিক্ষা বোর্ডগুলো। এগুলো সর্বোচ্চ এইচএসসি পর্যায়ের ডিগ্রি দিয়ে থাকে। আর স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রদান করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিকুলাম, শিক্ষকসহ অন্যান্য সুবিধার সঙ্গে সরাসরি জড়িত সরকার। কিন্তু এখন সরকারের নিয়ন্ত্রণহীন কওমি শিক্ষা বোর্ডগুলোই স্নাতকোত্তর ডিগ্রি দিবে। যদিও দেশে কতটি কওমি শিক্ষা বোর্ড, এগুলোর অবস্থান ও জনবল সম্পর্কে সরকারের কাছে কোন তথ্য-পরিসংখ্যান নেই। এজন্য এসব বোর্ড কোনোভাবেই স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ডিগ্রি দিতে পারে না বলে শিক্ষাবিদরা জানিয়েছেন।

সরকারের শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১৫ সালের হিসাবে, দেশে কওমি মাদ্রাসা ছিল ১৩ হাজার ৯০২টি। শিক্ষার্থী সংখ্যা প্রায় ১৩ লাখ। এছাড়াও বিপুলসংখ্যক কওমি মাদ্রাসা রয়েছে, যারা নিজেরা বোর্ড গঠন করে সনদ দিচ্ছে। এসব মাদ্রাসা সম্পর্কে সরকারের কাছে পূর্ণাঙ্গ পরিসংখ্যান নেই। দেশের প্রায় ৮০ ভাগ মাদ্রাসা বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশের

শিক্ষা : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.........
তারিখ.........
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিষ্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর